সংবাদ

তারিখ 3 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শিক্ষা খাতে সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আগামী অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৭ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের থেকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বেশি। বাজেটে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা এমপিও খাতে ৬০০ কোটি টাকা, মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ খাতে ৩০০ কোটি টাকা এবং অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, বাজেটে প্রস্তাবিত ৭ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকার মধ্যে ৬ হাজার ৩৫৫ কোটি টাকা অনুন্নয়ন খাতে ও এক হাজার ২১০ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে বাজেট ধরা হয়েছে। এর আগে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাতে ৫ হাজার ৮৮৯ কোটি ২৫ লাখ ৮ হাজার টাকা এবং ৯৮৯ কোটি ২২ লাখ

প্রস্তাব : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ১

প্রস্তাব : শিক্ষা খাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টাকা বরাদ্দ ছিল। আর ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল অনুন্নয়ন খাতে ৫ হাজার ১৭৯ কোটি ও উন্নয়ন খাতে এক হাজার কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দেশের মোট ৩৩ হাজার ৫৪৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬ হাজার ৩৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত। জোট সরকারের সিদ্ধান্তে গত আড়াই বছর ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার কাজ বন্ধ ছিল। নবম সংসদ শুরুর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এমপিওভুক্তির কাজ শুরুর সুপারিশ করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কাজ শুরু করেছে। দেশের ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আর এজন্য আগামী অর্থবছরে ৬০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ক্রমান্বয়ে ডিগ্রি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা সম্ভব হলে সরকারের এই উদ্দেশ্য অনেকটা বাস্তবায়ন হবে বলে মন্ত্রণালয় মনে করছে। মাধ্যমিক স্তরে স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। এই শিক্ষার্থীদের জন্য ২৯৭ কোটি ৪১ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে। বেসরকারি পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপানো নিয়ে প্রতি বছরই যে সঙ্কট তৈরি হয়, এই বরাদ্দ পেলে সেই সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে মন্ত্রণালয় দাবি করেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো বিদ্যমান। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়মিতভাবে সংস্কার ও মেরামত কাজ গত আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শতভাগ বেতন সরকারি কোষাগার থেকে দেয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার পর এই খাতে বরাদ্দ বন্ধ রাখা হয়। ফলে অবকাঠামোসমূহ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অবকাঠামো সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য ৩০০ কোটি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এই বাজেট নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক ও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রীরা মন্ত্রণালয়ের এই প্রস্তাবনা অনুমোদনের আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই অধিবেশনে বাজেট প্রস্তাবনা উত্থাপন ও অনুমোদন হবে। এই বাজেট পাস হলে শিক্ষা [illegible] প্রভাব পড়বে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় [illegible] ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।